কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৩তম সভার কার্যবিবরণী

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭২তম সভা জুলাই ৩১, ২০১৩ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর আগষ্ট ১৯, ২০১৩ তারিখের ১৫৭৪(১৬) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় ঐক্যমতের ভিত্তিতে কার্যবিবরণী পরিসমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ বোরো/২০১২-১৩ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বোরো/২০১২-২০১৩ মৌসুমে ২৯টি হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর সর্বমোট ৫৪ (১ম বর্ষ ২৯টি, ২য় বর্ষ ২০টি এবং পুনঃ ট্রায়ালকৃত ৫টি) হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চল যথা ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর এর অনষ্টেশন ও অনফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়।

ক্রঃ নং	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	ক্রঃ নং	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম
১	এগ্রিকনসার্ন	স্বপ্ন-১ ২য়	১৫	চেমক্রপসায়েন্স বাংলাদেশ লিঃ	পেক-৮৩৫(PAC-835) ২য়
		স্বপ্ন-২ ২য়			স্বর্ণা-২ ২য়
২	ব্র্যাক	সাথী-২(Sheng you12) ২য়	১৬	ইস্পাহানী মার্সেল লিঃ	দূর্বার (IS-2) পুনঃ
		সাথী-৩ (HB5) ২য়	১৭	ইস্পাহানী ফুডস লিঃ	ইস্পাহানী-১ (IS-30)পুনঃ
৩	আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন	বাসন্তি (HB55) ২য়	১৮	ইস্পাহানী এগ্রো লিঃ	নবান্ন (GI-3) ২য়
		এএফ হাইব্রিড ধান৫ (GB106)	১৯	পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ	পায়োনিয়ার (Pioneer 29P38)
৪	বায়ার ক্রপ সায়েন্স	অ্যারাইজ ৬৪৪৪ গোল্ড (এইচ ১০০০১)২য়			পায়োনিয়ার (Pioneer 25P35)
		অ্যারাইজ তেজ গোল্ড (এইচ ১১০০১)	২০	পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	পায়োনিয়ার (Pioneer 27P65)
৫	আহসান গ্রিন ফার্মস	সেংগু-৮ (শমসের) ২য়			পায়োনিয়ার (Pioneer XRA17925)
৬	রাসেল সীড কোং	কাবেরী মেঘনা(কেপিএইচ ২৭২)	২১	মদিনা সীড কোং লিঃ	মদিনা-১ (JF 901) পুনঃ
		কাবেরী গোল্ড (কাবেরী ৯০৯০)			মদিনা-২ (JF 902) ২য়
৭	সুপ্রিম সীড কোং লিঃ	হাইব্রিড সূবর্ণ-১৬(পান৮০৯) ২য়	২২	পারটেক্স এগ্রো লিঃ	রাজলক্ষী (BS-234)
		হাইব্রিড হীরা-৭ (HS-893)			হাসি (WP-722)
		হাইব্রিড হীরা-৯ (SHD-101)	২৩	এসিআই লিঃ	এসিআই রাজা (KPH371)
৮	আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ	স্বর্ণালী (এল পি-১১০) ২য়			এসিআই মুকুট(কাবেরী ৪১২)
		মোহর (এল পি-১১১) ২য়	২৪	এসিআই ফরমোলেশন লিঃ	এসিআই গোল্ড (Win-18)
৯	নর্থ সাউথ সীড লিঃ	এনএসএসএল-১			এসিআই প্রতীক (Win-38)
		এনএসএসএল-২	২৫	জায়েন্ট এগ্রো প্রোসেসিং লিঃ	জায়েন্ট হাইব্রিড ধান-১(মহরাজ)
১০	গেটকো এগ্রি টেকনোলজিষ্ট লিঃ	শশী (GR 006) ২য়	২৬	কৃষিবিদ ফার্ম লিঃ	কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-১ পুনঃ
		সুগন্ধা(WH001) ২য়			কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-২
১১	গেটকো এগ্রো ভিশন লিঃ	বৈশাখী (GR 303) ২য়			কৃষিবিদ হাইব্রিড ধান-৩
		সচ্চল (RN001) পুনঃ	২৭	ব্যাবিলন এগ্রিসায়েন্স লিঃ	ব্যাবিলন হাইব্রিড ধান-১
		গেটকো শোভা-১(GAP 001)			ব্যাবিলন হাইব্রিড ধান-২
১২	গেটকো লিঃ	গেটকো ডায়মন্ড-১ (HG-8)			ব্যাবিলন হাইব্রিড ধান-৩
১৩	থ্রি এস এগ্রো সার্ভিসেস লিঃ	সেবা ১১১ ২য়	২৮	সেমকো প্রাঃ লিঃ	নাফকো ১০৯ (Q-5)
১৪	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ	ম্যাজেন্টা (NK5231) ২য়	২৯	রহিম আফরোজ	তারা-১ (RC-201)
		ম্যানডোলিন (NK9080) ২য়			তারা-৬ (RC-202)

উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্তে উল্লেখিত ৫৪টি জাত ৩টি সেটে বিভক্ত করে প্রত্যেক সেটে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের নিম্নে) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৮ এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (=/>১৫০ দিন) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে উল্লেখিত ৩টি সেটে যথাক্রমে A সেটে ২০টি জাত (কোড নং এইচ-৮৫৯ থেকে এইচ-৮৭৮), B সেটে ২০টি জাত (কোড নং এইচ-৮৭৯ থেকে এইচ-৮৯৮), C সেটে ২০টি জাত (কোড নং এইচ-৮৯৯ থেকে এইচ-৯১৮) সর্বমোট ৬০টি জাতের (চেকজাতসহ) ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ট্রায়াল সমূহের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি" অনুসরনপূর্বক এসসিএ কর্তৃক বিশ্লেষণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের লোকেশনওয়ারী প্রাপ্ত জীবনকালের ভিত্তিতে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের নিম্নে) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৮ জাতের সাথে এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (=/>১৫০ দিন) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৯ জাতের সাথে Heterosis % বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিটি সেট এর জন্য Table No. ১ থেকে ২০ পর্যন্ত অঞ্চলভিত্তিক ফলাফলের বিশ্লেষিত তথ্য এবং প্রত্যেক সেটে কোড ভিত্তিক গড় ফলন ও Heterosis % এর Summary table সংযুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, যে সকল জাতগুলোর পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতগুলোর ক্ষেত্রে ১ম বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন Heterosis % এর সাথে ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন Heterosis % এর গড় ফলন এবং একই ভাবে ১ম বছরের প্রাপ্ত অনফার্ম Heterosis % এর সাথে ২য় বছরের প্রাপ্ত অনফার্ম Heterosis % এর গড় ফলন একের অধিক স্থানে উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% বেশি হওয়া সাপেক্ষেই সংশ্লিষ্ট জাতগুলোকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে Best Two Years এর গড় করে ফলনের Heterosis % বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফলাফল বিবেচনা করা যেতে পারে (A, B & C সেট এ দেখা যেতে পারে)।

সভায় আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক বিভিন্ন জাতের গোপনীয় কোড নম্বর উম্মুক্ত করা হলে তা উপস্থিত সকল সদস্য এবং কোম্পানীর প্রতিনিধিবৃন্দকে জানিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর ট্রায়ালকৃত ফলাফলের ভিত্তিতে যে সকল জাত পরপর ২ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে এবং ১ম ও ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis % এর গড় ফলন উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% এর অধিক পাওয়া গিয়েছে (একের অধিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে) শুধু সে সকল জাত সাময়িক নিবন্ধণের জন্য প্রস্তাব করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের আলোকে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-১ ঃ ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়া সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলোকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

(ক) ব্র্যাক এর সাথী-২ (Sheng you12) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৮১৯ ও এইচ-৮৯৬)।

(খ) ইস্পাহানী এগ্রো লিঃ এর ইস্পাহানী হাইব্রিড ধান-২ (GI-3) জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৭৯৩ ও এইচ-৮৮১)।

(গ) ব্র্যাক এর সাথী-৩ (HB5) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭৯০ ও এইচ-৮৬৯)।

(ঘ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন এর বাসন্তী (HB55) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭৯৯ ও এইচ-৮৭৭)।

(ঙ) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর বায়ার হাইব্রিড-৪ (অ্যারাইজ ৬৪৪৪ ধানী গোল্ড) জাতটি ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭৯১ ও এইচ-৮৭৫)।

(চ) গেটকো এগ্রি টেকনোলজিষ্ট লিঃ এর সুগন্ধা (ঠঐ০০১) হাইব্রিড জাতটি চট্রগ্রাম ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৮১০ ও এইচ ৮৭৮)।

(ছ) গেটকো এগ্রো ভিশন লিঃ এর বৈশাখী (GR-৩০৩) হাইব্রিড জাতটি চট্রগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৮২২ ও এইচ-৮৬২)।

সিদ্ধান্ত-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরনে পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত জাতগুলি অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে দুই বছরের (Best Two) গড় ফলন বিবেচনায় এনে চেকজাত থেকে ২০% এর বেশী হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলোকে অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ

(ক) ইস্পাহানী ফুডস লিঃ এর ইস্পাহানী-১ (IS-30) হাইব্রিড জাতটি যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৮৩৪ ও এইচ-৮৬৫)। উলেখ্য যে এ জাতটি ইতোপূর্বে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রংপুর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(খ) ইস্পাহানী মার্সেল লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত দূর্বার (IS-2) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৮২৯ ও এইচ-৮৮৭)। উলেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(গ) মদিনা সীড কোং লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত মদিনা-১ (JF 901) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫৯১ ও এইচ-৯১৬)। উলেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

শর্ত ১ ঃ এক বছরের জন্য আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে এসসিএ'র পরীক্ষার পর বিক্রি করা যাবে। প্যাকেটের গায়ে বীজ উৎপাদনের বছর ও প্যাকিং এর তারিখ উল্লেখ করতে হবে। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধণ দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধণকৃত তা লিখতে হবে।
শর্ত ২ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধণ করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উলেখপূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।
শর্ত ৩ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত M0U ও Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।
শর্ত ৪ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভার আলোচ্য বিষয় ৫(ঘ) এর সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক কোম্পানীর নামের সাথে মিল রেখে নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড জাতের বাণিজ্যিক নাম সংযুক্ত করে বাজারজাত করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ৩- বিবিধ ঃ মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম জোড়দারকরণ ঃ

বিভিন্ন ফসলের ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাত ছাড়করণে মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথেষ্ট গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হয়। কারিগরি কমিটির ৭১তম ও ৭২তম সভায় মাঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে পোকামাকড় ও রোগবালাই এর প্রতিক্রিয়াসহ বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের ঘাটতি রয়েছে বলে বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ মতামত প্রদান করেন এবং মাঠ মূল্যায়ন Standard way তে সম্পন্ন করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম জোড়দার করার লক্ষ্যে বর্তমান পদ্ধতিতে কি কি পরিবর্তন করা দরকার এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামত প্রদানের আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড কোং লিঃ উল্লেখ করেন যে, এ যাবৎ ১০৭টি ধানের হাইব্রিড জাত ছাড়করণ করা হয়েছে। উক্ত জাতগুলোর বিষয়ে মারাত্মক কোন সমস্যা হয় নাই। বর্তমান প্রক্রিয়ায় নতুন Criteria যোগ হলে জটিলতা বাড়বে। মাঠ মূল্যায়ন দল মাঠ মূল্যায়ন কালে পোকামাকড় ও রোগবালাই এর প্রতিক্রিয়ার উপর বিশেষ নজর দিতে পারে। এছাড়া তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে দেশী বিদেশী বড় বড় কোম্পানী বীজ খাতে বিনিয়োগ করছে। এ সকল কোম্পানীকে জাত উন্নয়নে ও ছাড়করণের সুযোগ দেয়া দরকার। এ বিষয়ে জনাব মোঃ আজিজুল হক, উর্ধ্বোতন কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, ব্র্যাক একই মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে আঞ্চলিক বহিরাংগন অফিসার, চট্টগ্রাম উল্লেখ করেন যে, মাঠ মূল্যায়ন দলে বিভিন্ন আঞ্চলিক গবেষণা ষ্টেশনের রোগতত্ত্ববিদ ও কীটতত্ত্ববিদগন মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্য হিসাবে অর্ন্তভুক্ত আছে। বিভিন্ন সময়ে উক্ত গবেষণা ষ্টেশনে সংশিস্নষ্ট রোগতত্ত্ববিদ ও কীটতত্ত্ববিদ পদে কোন কর্মকর্তা না থাকায় মাঠ মূল্যায়নে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রতিক্রিয়া সঠিকভাবে নিরূপন করা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে প্রধান কার্যলয় থেকে রোগতত্ত্ববিদ ও কীটতত্ত্ববিদ প্রেরণ করে এ ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে। জনাব আব্দুল মালেক, প্রধান বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, মাঠ মূল্যায়ন দলে অর্ন্তভুক্ত রোগতত্ত্ববিদ ও কীটতত্ত্ববিদগন সুবিধামত সময়ে মূল্যায়ন করে উক্ত ফলাফল মাঠ মূল্যায়ন ফলাফলে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।

এ বিষয়ে জনাব আবু ইউসুফ মিয়া, প্রধান মাঠ নিয়ন্ত্রণ অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, মাঠ মূল্যায়ন দলের সদস্যবৃন্দ প্রায়শয় মাঠ মূল্যায়নে উপস্থিত থাকেন না। সম্মানীত সদস্যবৃন্দের উপস্থিতি নিশ্চিত করা দরকার। এ বিষয়ে এফ আর মালিক, সভাপতি,

বাংলাদেশ সীড এসোশিয়েশন ও ড. মোঃ আব্দুস সালাম, পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ একমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে এ এইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, নোটিফাইড ফসলের ইনব্রিড ও হাইব্রিড জাতের মাঠ মূল্যায়ন ফরমে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করার Parametre আছে কিন্তু উক্ত Parametre এ রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় না। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে মাঠ মূল্যায়ন দলকে আরও সচেষ্ট হতে হবে বলে তিনি মতামত প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে কৃষি গবেষণার মূল বিষয় হচ্ছে প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী, উচ্চ মানসম্পন্ন ও অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা। অপর দিকে সরকারের দায়িত্ব হলো এ সকল জাতগুলো Standard way তে মূল্যায়ন পূর্বক ছাড়করণের ব্যবস্থা করা। আমরা প্রক্রিয়াকে জটিল করতে চাই না। ইতোপূর্বে ধানের হাইব্রিড জাত ঝলক নিয়ে সমস্যা হয়েছে। যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কৃষিতে বিনিয়োগ করবেন, ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন তাদের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি। জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রান্ত হওয়া প্রবণতা, প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল ও উচ্চ ফলন দেয়ার সক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক মানদন্ডে যাচাই করা দরকার এবং মূল্যায়ন দলে বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করা এবং তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা একান্ত দরকার। অতঃপর এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামতের আলোকে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সরকারী ও বেসরকারী বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বর্তমানে ব্যবহৃত মাঠ মূল্যায়ন ফরমগুলো সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা যেতে পারে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান)।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(এ এইচ ইকবাল আহমেদ)
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
ও
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ড. ওয়ায়েস কবীর)
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।